পুনর্জন্ম
(Reincarnation)

ভূমিকা:

'পুনর্জন্ম' (আভিধানিক অর্থে- পুনরায় উৎপত্তি বা জন্ম বা দেহপ্রাপ্ত হওয়া বা মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মলাভ) তখনই ঘটে বলে বিশ্বাস করা হয়। যখন দৈহিক মৃত্যুর পর "আত্মা (Soul)" অন্য আরেকটি দেহপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই মতবাদটি অধিকাংশ ভারতীয় ধর্ম (যেমন- হিন্দু ও জৈন ধর্ম) সমূহের প্রথা বা ঐতিহ্যের একটি কেন্দ্রীয় নীতি হিসেবে পরিগণিত হয়।

পুনর্জন্মে বিশ্বাসের রয়েছে আদি ভিত্তি। প্রাচীন প্রমূখ গ্রীক দার্শনিকগণ এই মতবাদ পোষন করতেন। বহুসংখ্যক আধুনিক নিওপাগান (Neopagan- খ্রীষ্টান, ইহুদী, ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মের লোক), অধ্যাত্মবাদের অনুসারীগণ, নির্দিষ্ট কিছু আফ্রিকান ঐহিত্যের অনুশীলনকারী, অলৌকিক দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষাবিদ (যেমন- Kabbalah) এবং নস্টিক (Gnostic) ও গুপ্তকৃষ্টবাদী (Esoteric Christianity)-গণও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন। পুনর্জন্ম সংক্রান্ত বৌদ্ধ ধর্মীয় মতবাদ স্পষ্টতই হিন্দু প্রথা এবং অন্যান্য ঐতিহ্য হতে এজন্য পৃথক হয় যে, বৌদ্ধমতে পুনর্জাত হওয়ার মত কোন পরম বা অপরিবর্তনীয় আত্মা বলতে কিছু নেই।

সাম্প্রতিক দশকে পশ্চিমা বিশ্বে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের মধ্যে পুনর্জন্মে বিশ্বাসের ধারণাটি বিকাশ লাভ করেছে। এমনকি চলচ্চিত্র ও অধুনা জনপ্রিয় অনেক সঙ্গীতেই পুনর্জন্মের কথা উল্লেখিত আছে। বিংশ শতাব্দীর শুরু হতে সংগৃহীত কিছু প্রমাণের ভিত্তিতে

মিডিয়া (Media) এর কিছু উৎস পুনর্জন্মকে একটি প্রমাণিত বাস্তবতা হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে।

১. প্রাচ্যের ধর্ম ও ঐতিহ্য:

কিরূপে একটি নির্দিষ্ট প্রথায় বা গোত্রে পুনর্জন্মবাদকে দেহ ও তার সাথে পরম বা অপরিবর্তনীয় আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রাচ্যের দার্শনিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের রয়েছে একটি সরাসরি সম্পর্ক।

ভারতে সম্ভবতঃ সর্ব প্রথম আর্যপূর্ব অবৈদিক কৃষ্টিতে পুনর্জন্মের মতবাদটি (কর্ম, মোক্ষ ইত্যাদিসহ) বিকাশ লাভ করে, যাদের আধ্যাত্মিক নীতি সমূহ পরবর্তীতে ভারত বর্ষের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম হলো এই প্রথারই ধারাবাহিকতা এবং এর দ্বারা প্রাচীন উপনিষদীয় আন্দোলন প্রভাবিত হয়েছে। এই ধর্মীয় সংস্কৃতি হতে পুনর্জন্মবাদ গোড়া ব্রাহ্মণদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে এবং প্রাচীন উপনিষদ সমূহে ব্রাহ্মণরা এসব ধারণা সম্বলিত রচনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

১.১ বৌদ্ধ ধর্ম:

ধর্ম পুস্তক অনুসারে সিদ্ধার্থ, গৌতম, পুনর্জন্ম সম্পর্কিত এমন একটি মতবাদ শিক্ষা দিয়েছেন যা সমসাময়িক খ্যাতিমান যে কোন ভারতীয় শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত মতবাদ অপেক্ষা ভিন্ন। এই মতবাদ ''বহুকাল যাবৎ বিস্তৃত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পর্যায়ক্রমিক জীবন ধারা আছে'' এমন সাধারণ বিশ্বাসের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু দুটি বৌদ্ধীয় মতবাদ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে যেমন ''অনাত্মা'' অর্থাৎ এই জীবন সমূহকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করে এমন কোন অপরিবর্তনীয় ''আত্মা'' বা ''সত্ত্বার'' অস্তিত্ব নাই এবং অনিক্কা অর্থাৎ যে কোন যৌগিক বস্তুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ব্যক্তি মানুষের সকল

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তার ব্যক্তিত্বও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তির মৃত্যুতে আরেকজন নতুন জন্মগ্রহণ করে; যেমন করে নিভু নিভু মোমবাতি আরেকটি নতুন মোমবাতিকে প্রজ্জলিত করে।

যেহেতু বৌদ্ধ ধর্মমতে পরম ও অপরিবর্তনীয় কোন আত্মা বা সত্ত্বা নেই, সেহেতু মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিরও কোন অবকাশ নেই। বৌদ্ধ ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, যার পুনর্জন্ম হয় তা কোন ব্যক্তি নয়, বরং সে-ই একটি মুহুর্ত আরেকটিকে জাগ্রত করে এবং এই অবস্থা চলমান থাকে, এমনকি মৃত্যুর পরেও। এটা প্রচলিত পুনর্জন্মবাদ অপেক্ষা একটু বেশী সূক্ষ্মতর মতবাদ। যা কি না বৌদ্ধীয় "পরমত্ব বর্জিত ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি" (Concept of Personality Existing), এমনকি কারো জীবদ্দশায়ও-এর ধারণাকে প্রতিফলিত করে। একটি নির্দিষ্ট সত্ত্বার পরিবর্তে যার পুনর্জন্ম হয় তা হলো একটি "বিবর্তিত চেতনা" অথবা চেতনার ধারা যার বৈশিষ্ট্য 'কর্ম' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম এই ইঙ্গিত দেয় যে, Samsara (সামসারা) বা 'পুনর্জন্মের পদ্ধতি' পাঁচ বা ছয়টি অস্তিত্বের পরিধি অতিক্রমনের পর সংগঠিত হয়। বস্তুতঃ তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মমতে কারো পক্ষে ঠিক পরবর্তী জীবনে মানুষ হয়ে জন্মলাভ করা অত্যন্ত বিরল। এটা নির্ভর করে তাদের প্রচ্ছন্ন কর্মশক্তির (Seed -বীজ, আদিকারণ) উপর যা তারা তাদের কর্ম দ্বারা সৃষ্টি করেছে এবং মৃত্যুকালীন তাদের মানসিক অবস্থার উপর। যদি আমরা প্রশান্ত মনে মৃত্যুবরণ করি তবে তা একটি পবিত্র ভ্রুন বা বীজ উৎপাদনে উৎসাহিত করে এবং আমরা একটি শুভ পুনর্জন্ম অনুভব করবো। কিন্তু যদি আমরা অশান্ত মন নিয়ে মৃত্যুবরণ করি (যেমন ক্রুদ্ধ অবস্থায়) তবে তা অশুভ ভ্রুন বা বীজের জন্ম দিবে এবং আমরা একটি অশুভ পুনর্জন্ম অনুভব

করবো। এটা অনেকটা ঘুমিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহুর্তে মন অশান্ত থাকলে যেমন দুঃস্বপ্ন দেখায় সে রকম। নাস্তিক বিজ্ঞানী কার্লসাগান দালাইলামাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, যদি তার ধর্মের প্রতি একটি মৌলিক মতবাদ (পুনর্জন্ম) বিজ্ঞান দ্বারা অপ্রমাণিত হয়, তবে তিনি কি করবেন ? দালাইলামা উত্তর দেন "যদি বিজ্ঞান পুনর্জন্মবাদকে অপ্রমাণ করে তবে তিব্বতীয় বৌদ্ধরা পুনর্জন্মকে নিষিদ্ধ করবে। তবে পুনর্জন্মবাদকে অপ্রমাণিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হবে"।

১.২ হিন্দু ধর্মঃ

হিন্দু ধর্মমতে আত্মা অমর। যদিও দেহ জন্ম ও মৃত্যুর অধীন। ভাগবতগীতায় উল্লেখ আছে (জীর্ণ পোষাক দেহ দ্বারা পরিত্যাক্ত হয়, জীর্ণ দেহ দেহের অভ্যন্তরস্থ বাসিন্দা দ্বারা বিসর্জিত হয়। সেই বাসিন্দা নতুন দেহ পরিধান করে অনেকটা পোষাকের মত। (পঃশি ২ঃ২)।

যে কোন চেতনা সমৃদ্ধ জীবের পুনর্জন্মের ধারণাটি জটিলভাবে 'কর্মবাদের' সাথে সম্পর্কযুক্ত। যে মতবাদ প্রথমে উপনিষদে লিপিবদ্ধ আরেকটি নীতি। কর্ম (আভিধানিক অর্থ-কার্য) হলো কারো কার্যের সমষ্টি এবং সেই বল বা শক্তি যা তার পরবর্তী জন্মগ্রহণকে নির্ধারিত করে। কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মৃত্যু ও পুনর্জন্মের এই চক্রকে বলা হয় সামসারা (Samsara)।

জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত বা জীবিতের জন্য কখনো সুখ করেন না। এই রাজগণ, তুমি ও আমি-আমরা সকলেই পূর্বে ছিলাম, এখনো আছি, পরেও থাকিবো। (শ্রীমদ্ভাগবতগীতা, অধ্যায়-২, শ্লোক-১১-১২)।

হিন্দু ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, আত্মা জন্ম ও মৃত্যুর বাহ্যিক চক্রকে অনুসরণ করে ক্রমান্বয়ে এক দেহ হতে অন্য দেহে অতিক্রান্ত হয়। একজন ব্যক্তি পুনর্জন্ম গ্রহণ করে তার ইচ্ছার কারণে। পার্থিব সুখ ও আনন্দ উপভোগ করার জন্য একজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করতে চায়, যা শুধুমাত্র শরীর বা দেহের মাধ্যমেই উপভোগ করা সম্ভব। ''সকল পার্থিব সুখই পাপ জর্জরিত''- হিন্দু ধর্মে এই শিক্ষা দেয় না। কিন্তু তারা কখনোই গভীর ও স্থায়ী আনন্দ ও শান্তি আনয়ন করতে পারে না-এই মত পোষন করে। হিন্দু-ঋষি আদি সংকরাচার্য্যের মতে পৃথিবী বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি তা একটি স্বপ্নের মতো, ক্ষণস্থায়ী ও মায়াময়। সামসারা বা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে জড়িয়ে যাওয়া হলো আমাদের ''অস্তিত্বের প্রকৃত রূপ'' বা ''আত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফল স্বরূপ''।

অনেক জন্ম অতিক্রমের পর সকল মানুষই পার্থিব আনন্দ দ্বারা আনিত সীমিত সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রতি অবশেষে অতৃপ্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি সুখের উচ্চতর অবয়বের সন্ধান করা শুরু করে, যা কি না একমাত্র আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারাই অর্জন করা যায়। যখন পর্যাপ্ত আধ্যাত্মিক সাধনার পর একজন মানুষ তার স্বীয় অনুপম বা পবিত্র প্রকৃতিকে অনুধাবন করে বা আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করে (অর্থাৎ যখন সে অনুধাবন করে যে, সেল্‌ফ বা নিজ হলো তার পরমাত্মা, তার দেহ বা অহম নয়) তখন পার্থিব আনন্দের সকল ইচ্ছাই দূর হয়ে যাবে, কেননা আধ্যাত্মিক আনন্দের তুলনায় সেগুলো নিরস বা নিষ্প্রভ মনে হবে। যখন সকল কামনা বা বাসনা দূর হয়ে যাবে তখন সেই ব্যক্তির আর পুনর্জন্ম হবে না।

যখন পুনর্জন্মের এই চক্রটি শেষ হয়ে যায় তখন বলা হয় যে, ব্যক্তিটি ''মোক্ষ'' অর্জন করেছে বা সামসারা হতে

পরিত্রান লাভ করেছে। যদিও চিন্তাবিদরা ''মোক্ষ'' অর্জন বলতে পার্থিব আকাঙ্খা বা ইচ্ছা হতে এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে মুক্তি অর্জন করা-এইমর্মে একমত হয়েছেন তবুও মুক্তির সঠিক সংজ্ঞা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ অদ্যৈত ভেদান্ত বিদ্যাপীঠের ভক্তবৃন্দ বিশ্বাস করেন যে, তারা নিখাঁদ শান্তি ও সুখে গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হয়ে অনন্তকাল কাটাবেন-যা এই অনুধাবন হতে সৃষ্ট হয় যে, ''সকল অস্তিত্ব এক (ব্রহ্মা)'' এবং পরমাত্মা এই অস্তিত্বের অংশ। অপরপক্ষে, পূর্ণ বা আংশিক দ্বৈত বিদ্যাপীঠের ভক্তবৃন্দ, ঈশ্বরের পবিত্র সহচর্যে ''আধ্যাত্মিক রাজ্যে'' বা স্বর্গে অনন্তকাল যাপনের নিমিত্তে আরাধনা করে থাকেন (যথা বৈষ্ণবদের জন্য কৃষ্ণ বা বিষ্ণু এবং শৈববাদের দ্বৈত বিদ্যাপীঠের অনুসারীদের জন্য শিব)। আদি হিন্দু দেবতারা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং তাদের স্ত্রী যথাক্রমে স্বরসতী, লক্ষ্মী এবং পার্বতী। ব্রহ্মা এবং স্বরসতী পূর্বজন্ম সংক্রান্ত কোন লিপি বিরল হলেও অন্যান্য দেব-দেবীরা বিভিন্ন গঠনে বা আকারে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পুনর্জাত হয়েছিলেন। দেবতা বিষ্ণু তার দশটি পুনর্জন্মের জন্য বিখ্যাত যার নাম 'দশাবতার'।

১.৩ জৈন ধর্ম:

জৈন ধর্মে কিভাবে দেবতারাও মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় তা বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে। একজন জৈনবাদী ব্যক্তি যদি যথেষ্ঠ পরিমাণ ভাল কর্ম তার কর্মখাতায় জড়ো করেন, তবে তিনি দেবতা হতে পারেন, কিন্তু সাধারণতঃ এই ঘটনাকে অপ্রত্যাশিত হিসেবেই দেখা হয়, কেননা পরিশেষে দেবতারা মৃত্যুবরণ করে এবং পরবর্তীতে তাদের মধ্যে কেউ ক্ষুদ্রতর প্রাণীতে জন্ম নিতে পারে। যেমন হিন্দু ধর্মের আরো কয়েকটি পাঠশালায় এই মতবাদ বিদ্যমান আছে।

১.৪ শিখ ধর্ম:

শিখ ধর্মানুসারীরা বিশ্বাস করে যে, প্রতিটি প্রাণীর রয়েছে আত্মা, মৃত্যুতে এই আত্মা এক দেহ হতে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয়, যতক্ষন পর্যন্ত তা মুক্তি লাভ না করে। আত্মার এই পরিভ্রমন জীবিত থাকাকালীন আমাদের কার্যাবলী বা কর্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদি আমরা ভাল কর্ম সাধন করি এবং স্রষ্টাকে স্মরণ করি তবে আমরা উত্তম জীবন লাভ করবো। অন্যদিকে আমরা যদি অসৎ ও পাপপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করি, তবে নিম্নতর প্রাণীতে জন্মগ্রহণ করবো, যেমন-সর্প, সিংহ, জেব্রা, বানর, জলহস্তি ইত্যাদি।

নিশ্চিতভাবে একজন ব্যক্তির কর্মের ফলাফল থাকবেই। ভাল এবং খারাপ উভয়ই। পার্থিব কোন শক্তিই এর গতিবিধির পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু শিখ দর্শন অনুসারে, সর্ব শক্তিমান স্রষ্টা তাঁর কৃপাগুণে কোন ব্যক্তির ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং তাকে দুঃখ-কষ্টের যন্ত্রনা হতে মুক্তিদান করতে পারেন। সোজা কথায়, পুনর্জন্ম হলো 'কারণ' ও 'ফলাফলের' নিয়ম বা রীতি স্বরূপ, পুনর্জন্ম মানুষের মধ্যে কোন পৃথক সামাজিক শ্রেণী বা জাতভেদ অথবা পার্থক্য সৃষ্টি করে না। অতীত ও বর্তমান জীবনের কর্মাবলী একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর প্রাধান্য বা সম্বন্ধ স্থাপন করে। পুনর্জন্ম কোনভাবেই একজনকে অন্যজন হতে শ্রেষ্ঠতর করে না।

১.৫ তাওধর্ম মত (Taoism):

হান রাজ বংশের সমসাময়িক তাওবাদী দলিলাদি দাবী করে যে, লাওযু তিন শাসনকর্তা এবং পাঁচ সম্রাট (Three Sovereings and Five Emperors) এর পৌরাণিক যুগের শুরুতে পৃথক ব্যক্তি হিসেবে বিভিন্ন পর্যায়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। চুয়াংজু (খ্রীঃপূঃ ৩য় দশক) বর্ণনা করেছেন "জন্মলাভ কোন কিছুর সূচনা নয়, মৃত্যুবরণ সমাপ্তি নয়। সীমানা বিহীন অস্তিত্ব আছে; সূচনা-বিন্দু বিহীন

নিরবিচ্ছিন্নতা বিদ্যমান। সীমাবদ্ধতা বিহীন অস্তিত্ব রয়েছে শূন্য স্থানের (Space)। সূচনা-বিন্দু বিহীন নিরবিচ্ছিন্নতা হলো সময় (Time)। জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, রয়েছে বহির্মূখী প্রবাহ, রয়েছে অন্তরমূখী প্রবেশন।

২. পাশ্চাত্য ধর্ম ও ঐতিহ্য:

প্রাচীন গ্রীক দর্শন:

পাশ্চাত্য ঐতিহ্যে পুনর্জন্মের একটি আদি উদাহরণ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ ও চতুর্থ খ্রীঃপূঃ এর অর্ফিক বা ডিওনিসাস গুপ্তধর্মমতে, যেখানে বলা হয়েছে, মানব দেহে বায়ূর মাধ্যমে আত্মা প্রবেশ করানো হয় এবং তার ধারক বা মানুষ 'দানবিক উত্তরাধিকার' (Titan Heritage) হতে প্রাপ্ত পাপ সমূহের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে সম্ভবতঃ সক্রেটিস, পিথাগোরাস এবং প্লেটো পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করতেন বা শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিছু প্রাচীন সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, পিথাগোরাস দাবী করতেন তিনি তার অতীত জীবন স্মরণ করতে পারতেন। পিথাগোরীও দর্শন এবং পুনর্জন্মবাদের মধ্যে একটি সম্মিলন প্রাচীনকালের জনসমাজের মধ্যে সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছিল। প্লেটোর ফাইদো (Plato's Phaedo) ডায়লগে বর্ণিত আছে যে, সক্রেটিস তার মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন, "আমি নিশ্চিত যে, পুনরায় জন্মধারণ করার মত সত্যই কোন ব্যাপার রয়েছে, এবং মৃত হতেই জীবিত উদ্গত হয়"। প্লেটো তার প্রধান রচনাগুলোতে পুনর্জন্মের বিস্তরিত বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। মিথ অব আর (Myth of Er) সে রকমই একটি রচনা। সৃষ্টিতত্ত্বীয় এবং অধ্যাত্মবাদ সংক্রান্ত একটি গ্রীক-মিশরীয় ধারাবাহিক রচনা 'Hermetica' তে পুনর্জন্মবাদ হলো প্রধান এবং মূল বিষয়।

খ্রীষ্টবাদঃ

সংখ্যাগুরু মূল ধারার খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় পুনর্জন্মের ধারণা বা বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বাইবেলে উল্লেখিত যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার সহিত অসংগত বলে দাবী করেছেন।

যাই হোক, খ্রীষ্টিয় পটভূমি হতে বের হয়ে আসা অনেক ধর্মপ্রচারক এখন এসব দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করছেন। নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক গীর্জা পরোক্ষভাবে মৃত্যু সম্বন্ধে শিক্ষাদানকালে পুনর্জন্মবাদের বিষয়টি উত্থাপন করে থাকেন। কিছু বাইবেলীয় উদ্ধৃতি বা বর্ণনা বা যুক্তিযুক্ত বিশোধনের সম্মুখীন হয়ে টিকতে পেরেছে এবং খ্রীষ্টবাদের প্রাথমিক পর্যায়ে গীর্জায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল- উহাদেরকে কেউ কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিশদ ব্যাখ্যার জন্য উম্মুক্ত বলে বিবেচনা করে থাকেন। পুনর্জন্মবাদ আদিতে খ্রীষ্টিয় গীর্জায় পঠিত হয়েছিল-এই ব্যাপারে কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টান বিবাদ করে থাকেন, কিন্তু পক্ষপাতিত্ব ও ভুল অনুবাদের কারণে উক্ত পাঠ সমূহ হারিয়ে গেছে বা অজ্ঞাত রয়েছে। পুনর্জন্মের মতবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক দর্শন চিরমুক্তি বা নির্বাণ মুক্তি লাভের পূর্বে কোন একটা ধরণের উচ্চতর জ্ঞান বা বোধন অর্জন বা সততা বা উৎকর্ষতার কোন অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত্বে 'কর্মসাধন' বা পান্ডিত্যের উপর জোর দিয়েছে। প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্মে মৌলিক মতবাদ এই যে, ঈশ্বর যে রকম পূর্ণতা বা শ্রেষ্ঠত্ব চায় মানুষ কখনোই সে রকম অর্জন করতে পারে না এবং যীশুর ঈশ্বরের নিকট সর্বস্ব অর্পণের নিমিত্ত্বে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মানবাত্মার সমস্ত পাপ গ্রহণ করে পরিপূর্ণ ক্ষমা (Forgiveness) অর্জন বা লাভই হলো একমাত্র নির্বাণ মুক্তি লাভ। যাই হোক, Sethians এবং Gnostic Church of Velentinus এর অনুসারীদের মতো কিছু সংখ্যক প্রারম্ভিক খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায় পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন এমন প্রমাণ আছে বলে

মনে হয় এবং এ কারণে তারা রোমনদের হাতে নির্যাতিত এবং নিগৃহীত হয়েছিল।

বহুসংখ্যক মৌলবাদী খ্রীষ্টান পুনর্জন্মের সাথে ইঙ্গিতপূর্ণ যে কোন ঘটনাকে মূলতঃ শয়তানের প্রবঞ্চনা বা চাতুরী হিসেবে মনে করে থাকেন। যদিও বাইবেলে কখনোই পুনর্জন্ম (Reincarnation) শব্দটির উল্লেখ নাই। তথাপি নিওটেস্টামেন্ট পুস্তকের বিভিন্ন অংশে এমন বক্তব্য রয়েছে যা পুনর্জন্ম বা স্বর্গ ও নরকে থাকা আত্মা বা Soul সমূহের পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যার্পণ বা পৃথিবীর কোন ধরণের যোগাযোগের সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করে (দ্রষ্টব্য ঃ হিব্রু ৯ঃ২৭)। আবার নিওটেস্টামেন্টে পরোক্ষভাবে পুনর্জন্মের কথা উল্লেখিত হয়েছে। ম্যাথু'র ১১ঃ১০-১৪ এবং ১৭ঃ১০-১৩ জন এর ১ঃ২১-তে উল্লেখ রয়েছে যে, ইহুদীরা ব্যাপ্টিস্ট (Baptist) জনকে জিজ্ঞেস করছেন যে, তিনি এলিজা (Elija) কি না এবং প্রত্যুত্তরে জন স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি তা নন, যা প্রকাশ করে যে, যীশুর নির্দেশনা ছিলো আলংকারিক (যা বেশীরভাগ খ্রীষ্টানেরা গ্রহণ করে থাকেন)। এ কথা উল্লেখ্য যে, এলিজা বস্তুতঃ মৃত্যুবরণই করেননি, বরং দৈহিকভাবে তাকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। মেরীর জ্যেষ্ঠপুত্র যীশু ছিলেন মৃত অবস্থা হতে জীবিত হিসেবে উত্থান হওয়া প্রথম মানব, দৃশ্যতঃ এটা মৃত্যুর উপর তার নিয়ন্ত্রনকে প্রতিফলিত করে। একে একটি অস্বাভাবিক জন্মগ্রহণ হিসেবে নেওয়া যায়, পুনর্জন্ম নয়।

খ্রীষ্টবাদ এবং পুনর্জন্মকে পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত করার জন্য সমসাময়িককালে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। গেদ্দেস গ্রেগর একটি বই লিখেছিলেন যার নাম "Reincarnation in christianity: A new Vision of Rebirth" এবং প্রথম দিকের গীর্জায় পাদ্রিরা পুনর্জন্ম বিষয়ে শিক্ষা দিতেন-এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন তিনি। রুডল্ফ (স্টইনার লিখেছিলেন-

Christiaity as Mystical Fact এবং টমাসো পালামিদেসি লিখেছিলেন- "Memory of Past Lives and it's Technique" -যেখানে পূর্ব জন্মের স্মৃতি সমূহের পুনরুদ্ধারে সম্ভাব্য সহায়তার জন্য রয়েছে নানা পদ্ধতির উল্লেখ।

ইহুদীবাদঃ

যেখানে প্লেটোর মতো প্রাচীন গ্রীক্ দার্শণিকেরা দর্শণ শাস্ত্র ভিত্তিক প্রমাণের মাধ্যমে পুনর্জন্মের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার চেষ্টায় ছিলেন, সেখানে পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ইহুদী অধ্যাত্মবাদীরা এই মতবাদকে ঐশ্বরিক বা স্বর্গীয় বাস্তবতাকে গ্রহণ করেছিলেন।

যদিও ধর্মগ্রন্থ ট্যালমাড্ (Talmud) বা পূর্ববর্তী কোন রচনায় পুনর্জন্মের কোন উল্লেখ নাই তদুপরি র‍্যাবি (Rabbi ইহুদী পন্ডিত) -দের মতে (যেমন- র‍্যাবি আব্রাহাম, আরিয়্যেহ, ট্রাগম্যান) পুনর্জন্মবাদ ইহুদী ঐহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে চিহ্নিত। ইহুদী অধ্যাত্মবাদের ক্ল্যাসিক রচনা যোহার (Zohar) যার মূল পটভূমি দুই হাজার বছর পুরোনো তা সকল ইহুদী শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে পঠিত বা উদ্ধৃত হয়েছে। জোহার কিতাবে পুনর্জন্মের পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হয়েছে। র‍্যাবি ট্রাগম্যান বলেছেন যে, বিগত পাঁচ শতাব্দীতে পুনর্জন্মের মতবাদকে (যা কি না তখন পর্যন্ত ইহুদীবাদে গুপ্ততর মতবাদ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল) অনাবৃত অবস্থা প্রদান করা হয়েছিল।

র‍্যাবি স্রাগা সিমনস্ মন্তব্য করেছিলেন যে, স্বয়ং বাইবেলই পুনর্জন্মের ধারণা অঙ্কিত ছিলো- যেমন ডিউট ২৫:৫-১০; ডিউট ৩৩:৬ এবং ঈসাইয়াহ্ ২২:১৪, ৬৫:৬। র‍্যাবি ইরমিইয়াহু উল্ম্যান লিখেছেন ''পুনর্জন্মবাদ হলো ইহুদীবাদের একটি প্রাচীন ও মূলধারার বিশ্বাস'। র‍্যাবি সিমন্ বার ইয়োচাই কর্তৃক লিখিত দুই

হাজার বছর পুরোনো কিতাব যোহারে বারংবার ও বিস্তারিতভাবে পুনর্জন্মের কথা বলা হয়েছে। "রিউবেন (Reuben) -কে বাঁচতে দাও, মরতে নয় ..." (ডিউটারেনমি ৩৩:৬) -এই পংক্তিটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অংকেল্স (Onkeles) একজন ধর্ম পরায়ণ ব্যক্তি বলেছেন যে, রিউবেন সরাসরি পৃথিবীতে আসার জন্য যোগ্য এবং তাকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করার জন্য আবারো মরতে হবে না। বিখ্যাত Torah স্কলার নাচমানিদেস (রামবান্ ১১৯৫-১২৭০), যব (Job) এর ভোগান্তিকে তার পুনর্জন্মের কারণ স্বরূপ চিহ্নিত করে যব এর-ই ভাষায় বলেছেন, "ঈশ্বর এমন কাজ কোন ব্যক্তির সাথে দুই থেকে তিনবার করে থাকেন তার আত্মাকে নরকের অতল স্পর্শেই গহ্বর থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ... জীবিতদের আলোকময় জীবনে।" জব ৩৩:২৯, ৩০।

গিলগুল নামে পরিচিত পুনর্জন্মবাদ গ্রাম্য সমাজে জনপ্রিয় হয়েছিল এবং এ্যাসকেনাজি ইহুদীদের মধ্যে ইদ্দিস সাহিত্যে বেশী দেখা দিয়েছিলো। কিছু সংখ্যক কাব্যালিস্ট (Kabbalist) -দের মধ্যে এ কথা প্রচলিত ছিলো যে, *কোন কোন মানবাত্মা অমানবীয় দেহে পুনর্জাত হতে পারে।* এসব ধারণাগুলো দ্বাদশ শতাব্দীর কিছু কাব্যালিস্ট রচনায় এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর কিছু অতীন্দ্রিয়বাদী রচনায় পরিলক্ষিত হয়েছিলো। মার্টিন বুবারের 'বালসাম টভ' -এর জীবণী সংক্রান্ত গল্প সমগ্রে মানুষের আনুক্রমিক জীবনে পুনর্জাত -এর কথা উল্লেখিত আছে।

বর্তমানের অধিকাংশ ইহুদীগণ পুনর্জন্মে বিশ্বাস না করলেও এই মতবাদটি মৌলবাদী ইহুদীদের মধ্যে অপ্রচলিত নয়। গোঁড়া ইহুদীবাদীদের বেশীরভাগ প্রার্থনা কিতাবে এমন একটি উপাসনা রয়েছে যেখানে কোন একজনের পূর্নজন্মের কৃত সম্ভাব্য পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়।

ইসলাম ধর্ম:

'দাওরিআহ' (Cycle-চক্র) মতবাদটির পুনর্জন্মবাদের সাথে সমানুতা মূলক বহুদিক রয়েছে; দাবী করা হয় যে, ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থ কোরআনে এই মতবাদের উল্লেখ রয়েছে ঃ "কেমন করে তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছো ? অথচ তোমরা ছিলে নিস্প্রাণ। অতঃপর তোমাদেরকে প্রাণদান করেছেন। আবারো মৃত্যুদান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন। অতঃপর তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে" (আল-কোরআন ২ঃ২৮)।

কিছু সংখ্যক সূফীবাদী দল মত প্রকাশ করেছেন যে, ইসলামী ঐতিহ্যে কবি ও অধ্যাত্মবাদীরা এই মতবাদের চর্চা করেছেনঃ

"আমি মরেছি খনিজ হিসেবে; এবং জন্মেছি বৃক্ষে,
বৃক্ষ হয়ে মরেছিলাম এবং উত্থিত হয়েছি প্রাণীতে,
আমি প্রাণী হয়ে মরেছি এবং মানবেতে জন্মেছি।
কি কারণে ভয় পাবো?
কখন আমি মৃত্যুর দ্বারা ক্ষুদ্রতর হয়েছিলাম ?"

-(রুমি পারস্য কবি)।

আধুনিক সূফীদের মধ্যে যারা পুনর্জন্মবাদকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম বাওয়া মুহাইদ্দিন (দ্রঃ তাঁর রচিতঃ (To Die Before Death : The Sufi Way of Life) তবে হযরত ইনায়েত খান পুনর্জন্মবাদের ধারণা আধ্যাত্মিক সাধকদের খোদার সান্নিধ্য লাভের অনুসন্ধানকে বাধাগ্রস্থ করে বলে তার সমালোচনা করেছেন। কারণ এটা আধ্যাত্মিক উচ্চস্তর প্রার্থীদের মনোযোগ বর্তমান মুহুর্তে উৎকর্ষ লাভের পরিবর্তে তার অতীত এবং ভবিষ্যতের দিকে বেশী নজর দেওয়ায়।

কোরআনের আরো একটি বাণী যা সম্ভবতঃ পুনর্জন্মবাদের ধারণাকে সমর্থন করে, তাহলো ঃ "তুমি রাতকে দিনের ভিতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমি জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করে আনো এবং মৃতকে জীবিতের ভিতর থেকে বের করো। আর তুমি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করো।" (কোরআন-৩ঃ২৭)

জোরোয়াস্ট্রার ধর্মমত (Zoroastrianism):

জোরোয়াস্ট্রার শিষ্যরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না। এই ধর্মের বিশ্বাসীরা মানে যে, মৃত্যুর তিন দিন পরে আত্মার চূড়ান্ত বিচার হয়ে থাকে। তারা ফ্রাসোকেরেটি (Frashokereti) -তে বিশ্বাস করে যেই মতবাদ অনুযায়ী, *পৃথিবীর পরিসমাপ্তি হবে এবং মাটি চিরে পাহাড়ের গহ্বর হতে ধাতু ও খনিজ পদার্থ উদ্গত হবে। স্বর্গে বসবাসকারী উত্তম কর্মসাধনকারী আত্মার নিকট তা গরম দুধের মতো মনে হবে এবং নরকে বসবাসরত নিকৃষ্ট কর্মসাধনকারী আত্মার নিকট তা ধারালো পাথরের মতো মনে হবে।*

রোমুভা (Romuva):

লিথুয়ানিয়ার রোমুভা গোত্রের অন্তর্ভুক্তরা পুনর্জন্মকে মৃত্যুর পর অস্তিত্বের সবচেয়ে সম্ভাব্য গঠন হিসেবে গ্রহণ করেন।

৩. <u>সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি</u>:

প্রকৃতিবাদী পুনর্জন্ম দর্শন:

নব্বইয়ের দশকে যুক্ত রাষ্ট্রের দার্শনিক এবং "Center for naturalism" এর প্রতিষ্ঠাতা টমাস ডব্লিউ ক্লার্ক "মৃত্যু শূন্যতা এবং অধ্যাত্মবাদ" (Death nothingness and

subjectivity) শিরোনামে একটি রচনা প্রকাশ করেন যেখানে তিনি প্রকৃতিবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি রূপ ব্যাখ্যা করেন। এই মতবাদ প্রথাগত পুনর্জন্মবাদ হতে পৃথক। যেখানে "অতি প্রাকৃতিক আত্মা" (Supernatural Soul)-এর অস্তিত্ব নির্দেশিত হয়েছে। ক্লার্ক এই মতবাদকে "জাতিগত আত্মিক ধারাবহিকতা" (Generic subjective continuity) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। রচনাটির প্রথমে Humanist ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। পুনঃ প্রকাশিত হয় "The Experience of philosophy" ম্যাগাজিনে এবং অন-লাইনে www.naturalism.org/death.html এই ঠিকানায়।

আধুনিক চিন্তাবিদঃ

রেনেসাঁ'র সময়ে পুনর্জন্মবাদ জনগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইতালীর প্রধান দার্শনিক ও কবি গিওরদানো ব্রুনো, যাকে *পুনর্জন্ম সম্বন্ধে শিক্ষাদানের অভিযোগে রোমান আদালতে পুরিয়ে মারার শাস্তি দান করা হয়।* জার্মান সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল যুগে পুনর্জন্মবাদ অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো। প্রমূখ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যবিদরা হলেন গোয়েথে, লেসিং, চার্লস্ বনেট, হার্দার।

আইরিশ কবি ও নোবেল লরেট উইলিয়াম বাটলার ও ইয়াটস্ তাঁর রচিত গুপ্ত প্রবন্ধ **'A Vision'** এ পুনর্জন্মের একটি অসাধারণ তত্ত্ব প্রস্তাব করেন। ইয়াটস্ এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পুনর্জন্ম সময়ের কোন সরল রৈখিক কাঠামোতে ঘটে থাকে না।

১৯৪৬ সালে নোবেল বিজয়ী হার্মান হেশে পুনর্জন্মকে অবিরত ধারায় পরিবর্তনের মধ্যবর্তী *"স্থিরত্বের দশা"* হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আনথ্রপোসোফি (Anthroposophy):

পুনর্জন্ম রুডলফ স্টেইনার কর্তৃক আবিস্কৃত Anthroposophy নামক একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলনের মতবাদ সমূহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্টেইনার বর্ণনা করেছেন যে, মানব আত্মা প্রতিটি যুগে এবং বিভিন্ন বর্ণ বা জাতিতে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। পরম ব্যক্তিত্ব কেবল দেহের জেনেটিক ঐতিহ্যের প্রতিফলনই নয় (তার দুর্বলতা ও সামর্থ্য সমূহ সহকারে)। তাঁর মতে একজন ব্যক্তির চরিত্র তার পূর্ববর্তী জন্ম সমূহের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

আনথ্রোপোসোফি মতবাদ অনুযায়ী বর্তমান (Present) কাল গঠিত হয় অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী একটি পীড়ন (tension) হতে। উভয়ই আমাদের বর্তমান নিয়তিকে প্রভাবিত করে; এমন ঘটনা আছে যা আমাদের অতীত কর্মকান্ডের কারণে গঠিত হয়, কিন্তু এমন ঘটনাও আছে যা আমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে ঘটে থাকে। এই দু'য়ের মাঝে মানুষের "স্বাধীন ইচ্ছা" (Free will) এর জন্য স্থান রয়েছে; আমরা নিজেরা আমাদের নিয়তিকে সৃষ্টি করি।

আনথ্রোপোসোফি পুনর্জীবন সমূহ এবং মানুষের গভীর স্বভাব বা প্রকৃতিকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের আধ্যাত্মিক অনুশীলন আবিস্কার করেছে।

ব্রহ্মজ্ঞান (Theosophy):

ভারত বর্ষ হতে বেশীরভাগ অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত ব্রহ্মবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিলো পশ্চিমা বিশ্বে। পুনর্জন্মের মতবাদ বহুদূর ব্যাপিয়া ছড়ানোর জন্য দায়ী আধুনিক সময়ের প্রথম প্রতিষ্ঠান। কর্মবাদ ও আধ্যাত্মিক বিবর্তনবাদ এর মত পুনর্জন্মকেও তারা তাদের একটি মৌলিক মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সাম্প্রতিক কালের একজন ব্রহ্মবাদী লেখকের মতানুযায়ী এটাই হলো আধুনিক

সমস্যাবলীর মিমাংসা করার সাধারণ সূত্র -যেমন, বংশগতি (Heredity) । ব্রহ্মবাদী দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে নিহিত আত্মা হলো বস্তুতঃ বিশুদ্ধ বা নিখাঁদ, কিন্তু এতে রয়েছে আত্মচেতনা (আত্মতত্ত্বজ্ঞান) এর অভাব এবং তার ক্ষমতা থাকে প্রচ্ছন্ন। পুনর্জন্ম হলো সেই সুবিস্তৃত ছন্দময় পদ্বতি যার দ্বারা মানুষের মধ্যে নিহিত আত্মা বাস্তব পৃথিবীতে তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উৎঘাটন করে এবং নিজকে নিজে চিনার জন্য প্রেরণা লাভ করে।

প্রথমতঃ আত্মা তার মহান, মুক্ত আধ্যাত্মিক জগত থেকে একটি শিশুর দৈহিক গঠন ধারণ করে পৃথিবীতে অবতরন করে। মানব দেহের আকৃতিতে জীবন যাপন কালে এই আত্মা পার্থিব জগতে নিজেকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্য অভিজ্ঞতা জড়ো করতে থাকে। জীবনকালের সমাপ্তির পরে রয়েছে বাহ্যিক পৃথিবীকে প্রত্যাহার করে অস্তিত্বের উচ্চতর স্তরে পৌছানো, মৃত্যুর মাধ্যমে। পূর্ব জীবনের অভিজ্ঞতা হতে প্রাপ্ত জ্ঞান বা বোধনের বিশোধন এবং আত্মিকরণ এই প্রক্রিয়ার অন্তর্গত। অবশেষে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সকল ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান বা ছাড়িয়া দেওয়ার পরে, এটা পুনরায় তার আধ্যাত্মিক এবং আকার বিহীন প্রকৃতিকে ধারণ করে। এই প্রক্রিয়া শেষ হলে পরে আত্মাটি তার পরবর্তী ছন্দময় অভিব্যক্তি শুরু করতে প্রস্তুত হয় এবং তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির উন্মোচন ও তার পবিত্র সত্ত্বার আত্মজ্ঞান অর্জন করার নিমিত্তে নতুন প্রচেষ্টায় বস্তু জগতে আবির্ভুত হয়।

এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশাল সময়কাল যার অন্তর্ভুক্ত, প্রচলিত জীবনকাল (Lifetime) -এর সীমা হলো প্রকৃত আধ্যাত্মিক মানব সত্ত্বার জীবনকালের একদিনের সমান। এই আধ্যাত্মিক সত্তা একটি বিশাল যাত্রায় বের হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়, প্রতিটি জীবনকাল আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং স্বীয় অনুভূতির অভিব্যক্তিতে সম্পূর্ণ করার জন্য এই আত্মার নিকট আনয়ন করে। অতএব, দিব্যজ্ঞান

বা ব্রহ্মজ্ঞান অনুযায়ী যা পুনর্জাত হয় তা মানুষের একটি অংশ যা আকারবিহীন, অপার্থিব এবং অসীম কোন বিশ্বের অন্তর্গত। যার পুনর্জন্ম হবে তার বাহ্যিক দেহ এবং তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যাবলী নয়, ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দ সহকারে তার আবেগময় স্বভাবও নয়, জমাকৃত জ্ঞান ও চিন্তা করার রীতি সহকারে তার মানসিক অবস্থাও নয়। তারই পুনর্জন্ম হয় যার উপরোক্ত বিষয়াবলীর উর্দ্ধে তেমন কিছু। যাই হোক, যখন একটি মানুষের আকারবিহীন অস্তিত্ব পুনর্জন্মের প্রক্রিয়া শুরু করে তখন তা নতুন সত্ত্বা বা ব্যক্তিত্বকে গঠনের জন্য পূর্ববর্তী মানসিক, ভাবোদ্দীপক এবং উদ্যোমশীল কর্মীর দৃষ্টান্ত সমূহকে আকর্ষণ করে। এভাবে আত্মাটি পূর্ববর্তী জীবন সমূহের সময়কালে এবং মৃত্যু পরবর্তী আত্মিকরণ বা উপলব্দি করণ পদ্বতির সহায়তায় প্রাপ্ত ক্ষমতা সহকারে পূর্ববর্তী জীবনকালের প্রতিবন্ধকতা বা বাধা সমূহের সম্মুখীন হয়।
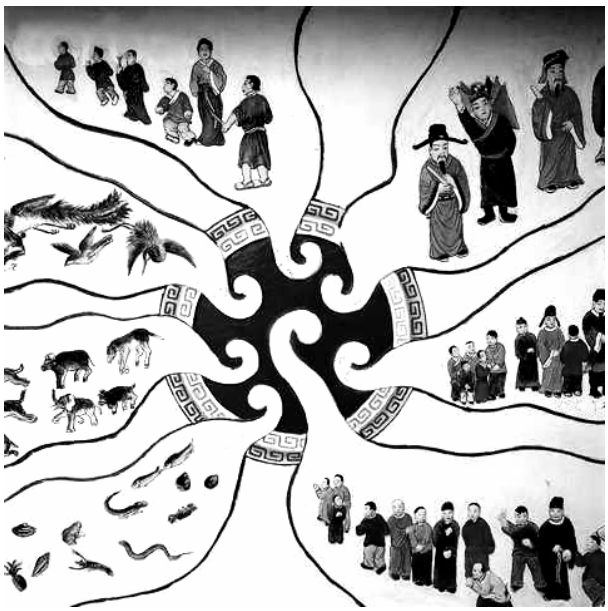
-উৎস: http://en.wikipedia.org/wiki/reincarnation